প্রসঙ্গ সুধীর চক্রবর্তী

অনির্বাণ রায়

, উপলক্ষ্য সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার ২০০৪

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র থেকে মার্চ ২০০১ - বেরিয়েছিল সুধীর চক্রবর্তীর 'বাউল ফকির কথা'। এ বইয়ের জন্য তিনি পরের বছর (২০০২) পান আনন্দ পুরস্কার। এই একই বইয়ের জন্য তাঁকে দেওয়া হচ্ছে সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (২০০৪)। বই, নাকি বিষয়ের জন্য এই পুরস্কার?

'বাউল ফকির কথা' লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি' বিষয়ক বই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন এই বই বিষয়ে 'লেখকের দেখার গুণে সংগৃহীত তথ্যপঞ্জি এ বইতে হয়েছে এমন এক বর্ণময় মানবিক দলিল যা এই দুই সাধক সম্প্রদায়ের প্রতি অ ামাদের হুঁশ ফেরাতে সাহায্য করবে।'

এই হুঁশ ফেরাবার ব্রতে সুধীর চক্রবর্তী "ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে 'গৌণ' - ধর্ম বিষয়ক অধ্যয়নে রত।" রমাকান্ত চক্রবর্তী 'বাউল ফকির কথা'র আলোচনাসূত্রে লিখেছেন, "বঙ্গের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বাউল - ফকির তত্ত্ব বিষয়ক বহু নিবন্ধে প্রবন্ধে তত্ত্বে জানা গেলেও বাউল - ফকিরকে জানা যায় না। আমরা সরহের দোহাকোষ জা নি, লুই পাদ, কুক্কুরীপাদ, কাহ , ভূসুকু প্রভৃতি সাধকদের দ্বারা রচিত চর্যাগীতি পড়ি। কিন্তু তাঁদের তো জানি না, সুধীরব াবু সেই জানার কাজই করে চলেছেন।"

'এটাই তাঁর জীবনসাধনা', বলেছেন রমাকান্তবাবু। খুব ঠিক কথা। এইসঙ্গে এটাও এখানে অনস্বীকার্য যে সুধীরবাবু কলম না ধরলে এই বিষয়টা হাল আমলে অনালোচিতই থেকে যেত। তাতে ক্ষতি হত আমাদের সৃষ্টি হত গভীর ক্ষত। সুধীর চক্রবর্তী তার হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছেন। হাজারো সাধুবাদ তাঁর প্র্যাপ্য। অকাদেমি পুরস্কার উপলেক্ষ্যে তাঁকে জ ানাই সহস্র প্রণাম।

'লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ১৯৯৬ সালে বাউল ফকিরদের বিষয়ে সমাজবিজ্ঞানসম্মত যে ব্য াপক ক্ষেত্রসমীক্ষাটি চালানো হয়, তার ভার নিয়েছিলেন খ্যাতিমান গবেষক সুধীর চক্রবর্তী।' 'বাউল ফকির কথা' সেই সমীক্ষা - সন্তান। তবে 'এটা নিছক ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্য সংবলিত গ্রন্থ নয়, এটি এক অচ্ছেদ্য গ্রন্থি যাতে লেখক বাউল - ফকিরদের সঙ্গে বাঁধা পড়েছেন দৃঢ়বন্ধনে।... এমন একটি গ্রন্থ সারা দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ সম্পদ। ভাষা অত্যন্ত প্রাঞ্জল। একটানা উপন্যাসের মতো পড়ে ফেলা যায়।'

তার কারণও আছে। সুধীরবাবুর ভ্রমণসঙ্গী আবুল বাশার জানাচ্ছেন, 'মনে পড়ে, নদিয়ার এক বাউলমেলায় সুধীরদার সঙ্গে আমিও রয়েছি। কথা বলার এক আশর্চ্য বাউলে - কেতা তাঁর একেবারে আত্মস্থ। তিনি ফকির - বাউলকে কথা বল াতে জানেন। মেলায় যখন বসেন বাউল তখন দরদি, শ্রীচক্রবর্তী তখন মরমি।' মরমি ছাড়া মর্মের কথা কে বলতে পারেন!

।।দুই ।।

এইবার বোধহয় পাঠকদের জানিয়ে দেওয়ার সময় হল যে সুধীর চক্রবর্তীর প্রথম বই 'গানের লীলার সেই কিনারে'

(রবীন্দ্রনসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন/ অণা প্রকাশনী/ নববর্ষ ১৩২৯ (১৯৮৫)। এর আগে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'অমৃতযন্ত্রণা প্রেমের কবিতার সংকলন' (পূর্বমেঘ প্রকাশ ভবন/ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ (১৯৫৬) এবং 'রবীন্দ্রনাথ মনন ও শিল্প' অচলায়তন প্রকাশনী/ বৈশাখ ১৩৩৮ (১৯৬১)। তাঁর শেষতম বই 'লেখাপড়া করে যে' (দে'জ পাবলিশিং/ জানুয়ারি ২০০৩)। এই বইটির বিষয় শিক্ষা। এখানে, সুধীর চক্রবর্তী লিখিত বইয়ের বিষয়ভিত্তিক একটি নির্বাচিত তালিকা থেকে পাঠক তাঁর লেখার পরিসীমা আন্দাজ করতে পারবেন।

১। লোকধর্ম ও লোকসংস্কৃতি

সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান। পুস্তক বিপণি ১৯৮৫

পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও মহোৎসব। পুস্তক বিপণি ১৯৯৬

২। সংগীত

বাংলা গানের সন্ধানে। অণা প্রকাশনী (১৯৯১)

বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায়। প্রতিক্ষণ ১৯৯৪

৩। সাহিত্য

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়/ স্মরণ বিস্মরণ/ পুস্তক বিপণি ১৯৮৯

৪। আখ্যান

সদর - মফস্বল/ পুজ্ঞা প্রকাশন ১৯৯০

নির্বাস। থীম (১৯৯৫)

৫। শিল্পকলা

কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পী সমাজ। সেন্টার ফর স্টাডিজ হন সোশ্যাল

সায়েন্সেস, কলকাতার পক্ষে কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী ১৯৮৫

চালচিত্রের চিত্রলেখা। দে'জ পাবলিশিং ১৯৯৩

৬। কিশোরপাঠ্য

লালন। প্যাপিরাস ১৯৯৮

৭। বিচিত্র

রূপে বর্ণে ছন্দে। সপ্তর্ষি প্রকাশন ২০০৩

৮। সম্পাদিত

যৌনতা ও সংস্কৃতি। পুস্তক বিপণি ২০০২

আর, এইসঙ্গে তত্য হিসেবে এখানে উল্লেখ থাকুক যে সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত ও রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৪।

।। তিন ।।

পাঠক লক্ষ করলে দেখবেন তালিকায় গল্প - কবিতা - উপন্যাস নেই। নেই কোনও স্মৃতিকথা বা ভ্রমণকাহিনি। অথচ ইচ্ছে করলেই তিনি লিখতে পারতেন। বাউল - ফকিরদের সন্ধানে কম দেশ তাঁকে ঘুরতে হয়নি। লিখলেন না কেন যে। তাঁর কলম জাদু জানে। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কোনও লেখা রয়েসয়ে পড়ব। একটিবারের জন্য সফল হয়নি। নদীর স্রোতের মতো তাঁর লেখা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কী সুন্দর করে তিনি গল্প বলেন। বিশ্বাস না হয় পড়ে দেখুন 'প্রান্তিক মানুষ না কেন্দ্রীয়?' (দিশা সাহিত্য/ শারদীয়া ১৪১১) আখ্যানে কারেল চ্যাপেকের গল্প। 'কথকের বিচিত্র কথন' (বারোমাস/ শারদীয় ২০০৪) পড়েছেন? পড়ে দেখুন পাঠক, সুধীর চক্রবর্তীর ঝুলিতে কী বিচিত্র সব সংগ্রহ। উত্তরবঙ্গে 'দিবসী' উৎসবে গিয়ে সুধীরবাবু এক কথকের সংসর্গে আসেন। সেই কথকের জীবিকা 'গল্প বলে পেট' চালানো। কী রকম? একটানা গল্প বলে যাওয়া ঘটনার পরঘটনা, তার মাঝখানে হাত পেতে টাকা চাওয়া। সারাদিনে মোটামুটি পঞ্চাশ-ষাট টাকা জুটে যায়।' কার? কার আবার, ওই মদন দাস যার নাম। 'সবাই, মদ্না গল্পের বদ্না।' 'হতশ্রী চেহারা। ষোলো সতেরো বয়েস। অযত্নে অবহেলায় ক্ষ কেশ, গায়ের জামা প্যান্ট বেশ মলিন।'

কেমন গল্প বলে মদন দাস? এই রইল তার নমুনা যৎকিঞ্চিৎ

খবদ্দার, কেউই কোনো প্রশ্ন করবে না কিন্তু --- শুধু শুনে যাবে কী থেকে কী হয়। এখন হয়েছে কি, একদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ দুটো লোক পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের একজনের পরনে কাপড় নেই, আর একজন উলঙ্গ।

একজন ফচ্‌কে শ্রোতা বলে উঠল, এটা কেমন হলো? একজনের পরনে কাপড় নেই, অন্যজন ন্যাংটো। বলি তফাতটা কী?

প্রবল ব্যক্তিত্বের স্বরে মদন বলে, কোনো কথা নয় --একেবারে চুপচাপ। গল্পের রস নষ্ট করবে না। হুঁ। যা বলছিলাম। একট ালোকের পরনে কাপড় নেই আর একটা লোক উলঙ্গ। তো এখন সেই ন্যাংটো মানুষটার ট্যাঁকে ছিল দুটো ট্যাকা। তার একটা ফুটো আর একটা অচল। বুঝলে কিনা!

--খুব বুঝেছি। যাকে বলে মজা জমে উঠেছে। তারপর?

--তারপর লোকটা করলে কি জানো? অচল টাকা দিয়ে বাজার থেকে কিনলে দুখানা তীর। খেতে হবে তো? তাই শিকার করতে হবে। সেইজন্য লাগবে তীর। এখন দুটো তীরের মধ্যে একটা ভাঙ্গা আর একটার ফলা নেই। যেটার ফলা নেই সেইটা নিয়ে সে গেল জঙ্গলে। এমন মোক্ষম তার টিপ যে এক তীরের কোপে দু'দুটো হরিণ কাত। কাছে গিয়ে দেখা গেল একটা হরিণ মৃত, অন্যটারপ্রাণ নেই। যেটার প্রাণ নেই সেইটা কাঁধে ফেলে লোকটা গেল বাজারে। রান্না করে খেতে হবে তো? তাই প্রাণ নেই যে হরিণের সেইটা বেচে কিনলে দুটো হাঁড়ি, চাল আর জ্বালানি।

--বেশ বেশ। খুব জমাটি গপ্পো। তারপরে ওস্তাদ বলো কী হলো?

--না, এবারে গল্প গুটিয়ে এসেছে। যে-দুটো হাঁড়ি সে কিনল তার একটা ফুটো আর একটার তলা নেই। যেটার তলা নেই সেই হাঁড়িটায় ভাত চড়িয়ে দিলে কাটকুটো জেলে। ভাবলে, আঃ এবারে দিনের শেষে পেট পুরে দুটো ভাত খেয়ে তোফা ঘুমানো যাবে। কিন্তু কপাল মন্দ, তাই তলাছাড়া হাঁড়ি থেকে সব ভাত পড়ে গিয়ে আঁচ নিভে গেল---তখন বেচারি কী অ ার করে? পেট পুরে ফ্যান খেয়ে শুয়ে পড়ল। ব্যাস, গল্প শেষ -- দাও সব একটা করে পঞ্চাশ পয়সার কয়েন।

পঞ্চাশ পয়সা মানে আধুলি অর্থাৎ টাকার অর্ধেক, পুরো তো নয়। আমি মদন দাসকে বললাম, এ গল্প তো ষোলোআনা হলো না। এ গল্প এত সহজে শেষ হবে না?

মদন বলল, আমি যতদূর শুনেছি ততদূর বলেছি। এ তো আমার বানানো গপ্পো নয়--ওস্তাদের কাছে শোনা।

আর যাঁর গল্প শুনিয়ে সুধীর চক্রবর্তী আমার চোখে জল এনে দিয়েছিলেন কৃষ্ণনাগরিক সেই মানুষটির নাম অমিয়নাথ স ান্যাল। সংগীতপ্রেমী যে মানুষ তাঁর 'স্মৃতির অতলে' পড়েননি তাঁর জীবন ব্যর্থ। অমিয়নাথ মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তা রি পাস করেছিলেন কিন্তু করতেন হোমিওপ্যাথি। 'ভরতের নাট্যশাস্ত্র নিজে নিজে পড়বেন বলে প্রবীণ বয়সে সংস্কৃতভাষা ও ব্যাকরণ আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন।' মৌজুদ্দিন, ফৈয়াজ খাঁ, কালে খাঁ, গণপৎরাও ভাইয়া, গহরজান, মালকাজানদের গ ান শুনেছেন। সে শোনার অভিজ্ঞতা ধরে রেখেছেন কাগজেকলমে। নিজে এসরাজ বাজাতে পারতেন। গাইতে পারতেন। মুখের উপর সাফ কথা বলার হিম্মত রাখতেন। সেই অমিয় সান্যাল 'স্ত্রীবিয়োগের পর আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। নিজে হাতে পুড়িয়ে দিলেন রাশি রাশি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি--যার মধ্যে ছিল ভরতের নাট্যশাস্ত্রের টীকাভাষ্যসমেত অনুবাদ। এরপরে তাঁর মনের ভারসাম্য টলে যায়।' সুধীর চক্রবর্তী লিখেছেন ''তাঁর এইরকম মানসিক সংকটের কালে একদিন বেলা এগারোটা নাগাদ দেখা হল শহরের আদালত সংলগ্ন প্রশস্ত মাঠে. কোমরে সমস্যা হয়েছিল আশি পেরে ানো বয়সে, একটু যেন ন্যুব্জভঙ্গি। পরনে ধুতি ও গেঞ্জি, কোমরে জড়িয়ে নিয়েছেন বিসদৃশভাবে একটা নতুন লাল গামছ া। আমার মুখোমুখি হতে মনে হল চিনতে পারলেন। কুশল জিজ্ঞাসা করার আগেই আমার দিকে অনেকক্ষণ নিরিখ করে বললেন, 'মশাই, অমিয় সান্ডেলের বাড়িটা কোথা বলতে পারেন?' আমার চোখে জল এসে গেল।''

সুধীর চক্রবর্তীর লেখায় - লেখায় আছে এমন কত না অশ্রুজল, অসাধারণ সব গল্প, অবিস্মরণীয় সব মানুষ। তাঁদের ক ারও নাম প্রফুল্ল চক্রবর্তী, কারও নাম সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাড়ি বীরভূম, সাধক - শিল্পী। মদন দাস। ভবঘুরে। কথাশিল্পী। তাঁকে প্রণাম। প্রণাম শতবার।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com